ਸਿੱਖ

Harishchandra

বিজলী—ভবানীপুর

উদয়াচলে সদয় সুর সূরয রূপ জ্যোতি
সূরয কুল নিদান কিরণে করুণা ভাতি।
কুল সম্ভূত চতর সম রবি তেজা
কীর্ত্তি কলাপ ভরা নরবর রাজা
নিরবধি লভে সম্মান পূজা ঘরে ঘরে উঠে গীতি।

শুভ উদ্বোধন—১৪ই ডিসেম্বর ১৯৩৫

১৬-১-এ বিডন ষ্ট্রীট্, কলিকাতা বি. নান (পাবলিসিটি এজেন্ট) কর্ত্তৃক প্রকাশিত

Poster

শিল্পী-পরিচয়

হরিশ্চন্দ্র	...	ভাস্কর দেব (এঃ)
বিশ্বামিত্র	...	শঙ্কর মুখোপাধ্যায়
কামন্দক	...	বিনয় গোস্বামী
বটুক পাঁড়ে	...	সূর্য্যরাম
জটাধারী	...	ভানু রায় (এঃ)
রোহিতাশ্ব	...	মাষ্টার গণেশ
পরাহু	...	লীলাধর
শৈব্যা	...	শান্তি গুপ্তা
কদম্বা	...	চামেলী

সংগঠনকারী

পরিচালক—শ্রীপ্রফুল্ল ঘোষ

চিত্রগ্রহিতা—
- পল ব্রিকে
- টি মার্কনি
- ডি জি গুণে
- মঙ্গরু

রসায়নাগারাধ্যক্ষ—দত্তাত্রেয় জি গুণে

প্রধান শব্দযন্ত্রী—এ, আর, ব্যাডবার্ণ

শব্দযন্ত্রী—জে, ডি, ইরাণী

একমাত্র চিত্র-স্বত্বাধিকারী—শ্রীহরিপ্রিয় পাল
৬-১, রসা রোড, কলিকাতা।

গল্পাংশ

হরিশ্চন্দ্র অযোধ্যার রাজা—সূর্য্যবংশীয়। সত্যব্রত-প্রজারঞ্জক-পরমধার্ম্মিক। শৈব্যা তাঁর মহিষী—রমণীকুলের শিরোমণি রূপে-গুণে হরিশ্চন্দ্রের যোগ্যা মহিষী।

হরিশ্চন্দ্র সর্ব্বদাই নানাপ্রকারে পত্নীকে সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা পাইতেন কিন্তু শৈব্যা যখনই দেখিতেন স্বামী রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া অন্তঃপুরে রহিয়াছেন, তখনই

সাধ্বী ছুতানাতা ধরিয়া অভিমান করিয়া বিমুখ হইতেন। এমন একদিন হরিশ্চন্দ্র সংবাদ পাইলেন যে এক বন্যবরাহ প্রজার উপর উৎপীড়ন করিতেছে। সংবাদমাত্র রাজা বরাহবধে গমন করিলেন। দুই তিন দিন রাজা গিয়াছেন। শৈব্যা বিশেষ উৎকণ্ঠিতা। এমন সময় হরিশ্চন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু হরিশ্চন্দ্রের প্রফুল্ল মুখ আর নাই—কি যেন এক বিষাদের ছায়া সেই প্রফুল্ল আনন গম্ভীর করিয়াছে।—শৈব্যা উৎকণ্ঠিতা হইলেন।

এদিকে ঘটনাও ঘটিয়াছে ভয়াবহ। বিশ্বামিত্র—ক্ষত্রিয় হইয়াও তপোপ্রভাবে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছেন—কিন্তু তাঁহার এই ব্রহ্মলাভের পথে দেবতাগণ যে বিঘ্ন ঘটাইয়াছিলেন সেজন্য সর্ব্বদাই সেই দেবতাগণের লাঞ্ছনার চেষ্টা করিতেন। তিনি ত্রিবিদ্যাসাধন করিয়া দেবভয়ের মানসে এক মহাযজ্ঞের আয়োজন করিলেন। হরিশ্চন্দ্র বরাহের

পশ্চাৎ-ধাবন করিতে করিতে বিশ্বামিত্রের আশ্রমের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মায়া-বরাহ বধার্থে নিক্ষিপ্ত বর্শা লক্ষ ভ্রষ্ট হইল। বিশ্বামিত্রের শিষ্য কামন্দক যজ্ঞের ব্যাঘাত যাহাতে না ঘটে সে জন্য প্রহরায় নিযুক্ত ছিলেন, তিনি হরিশ্চন্দ্রকে অবিলম্বে আশ্রম সন্নিধান ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু অদৃষ্ট—পূর্ণাহুতির পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেই ত্রিবিদ্যার কাতর ক্রন্দনে হরিশ্চন্দ্র তপোবনে প্রবেশ করিলেন এবং বিপন্না ত্রিবিদ্যার বন্ধন মোচন করিলেন। বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ পণ্ড হইল। তিনি আর স্থির থাকিতে না পারিয়া হুঙ্কার দিলেন। হরিশ্চন্দ্র নিজের বিপদ বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ ক্রুদ্ধ বিশ্বামিত্রের নিকট নতজানু হইয়া বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

"রাজ-ধর্ম্মপালনে ব্যথিতান্তঃকরণ হরিশ্চন্দ্র ভয়ার্ত্ত স্ত্রীলোককে মুক্তি দিয়াছেন" এই বাক্য শ্রবণে বিশ্বামিত্র বলিলেন যে উপযুক্ত

পাত্রে দানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। এবং বিশ্বামিত্র নিজেকে যাচক করিয়া হরিশ্চন্দ্রের নিকট পাত্রের উপযুক্ত দান ভিক্ষা করিলেন। হরিশ্চন্দ্র একবাক্যে যথাসর্ব্বস্ব বিশ্বামিত্রকে দান করিলেন।

বিশ্বামিত্র স্তম্ভিত! কিন্তু হরিশ্চন্দ্রকে পরীক্ষা করার কৌতূহল হইল। এক উপলক্ষ মিলিল দান সফল হয় না দক্ষিণা বিনা। হরিশ্চন্দ্র অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া সহস্র সুবর্ণ দক্ষিণা প্রতিশ্রুতি দিলেন। তখন বিশ্বামিত্র স্মরণ করাইয়া দিলেন—পৃথিবীতে দারা পুত্র ব্যতীত তাঁহার আর কেহ নাই। এমন কি এ রাজ্যে বাস নিষেধ। হরিশ্চন্দ্রের জ্ঞানচক্ষু ফুটিল। তিনি কাতর না হইয়া একমাস সময় প্রার্থনা করিলেন। মনে মনে কাশীযাত্রার সংকল্প করিয়া রাজধানীতে ফিরিলেন। একে একে এই সব বিবরণ শুনিয়া শৈব্যা মনে মনে সাধ্বীর কর্ত্তব্য পালনে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু হরিশ্চন্দ্র কোন প্রাণে পুত্র-পত্নীকে পথের কাঙাল করিবেন। তিনি শৈব্যাকে পুত্রসহ পিত্রালয়ে রাখিয়া স্বয়ং বারাণসী যাইবেন অভিমত প্রকাশ করিলেন কিন্তু শৈব্যা অটলা—তিনি স্বামীসঙ্গ ত্যাগ করিবেন না। রাজবেশ-ভূষা ত্যাগ করিয়া নিঃসম্বল, একবস্ত্র পত্নী-পুত্রসহ পদব্রজে বারাণসীধামে যাত্রা

বিশ্বামিত্র বিপদে পড়িলেন, যে রাজ্যভার ত্যাগ করিয়া তিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন পুনরায় সেই রাজকার্য্য পরিচালনা তাহার জপ তপে বিঘ্ন ঘটাইতে লাগিল। কিন্তু তবুও তিনি হরিশ্চন্দ্রের হৃদয় বল ও ধর্ম্মের পরীক্ষার জন্য দক্ষিণা গ্রহণের নিমিত্ত কাশী অভিমুখে চলিলেন। ঋণভার তখনও হরিশ্চন্দ্রের মস্তকে। তিনি বহুচেষ্টা করিয়াছেন, কোনও ক্ষত্রোচিত কর্ম্ম সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। ভিক্ষা তাঁহার নিষিদ্ধ। ক্রমশঃ শেষ দিন উপস্থিত হইল, দুশ্চিন্তায় হরিশ্চন্দ্র চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। পরদিন বিশ্বামিত্র প্রতিশ্রুত দক্ষিণার অর্থ চাহিলে, হরিশ্চন্দ্র নীরবে, অবনতমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। বিশ্বামিত্র নানাপ্রকার কটূক্তি করিতে লাগিলেন। হরিশ্চন্দ্র তখন ঋণ পরিশোধের জন্য নিজেকে সপরিবারে বিশ্বামিত্রের সেবায় নিযুক্ত করিতে চাহিলেন। বিশ্বামিত্র ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া বলিলেন—তিনি তপস্বী তাঁহার দাসের প্রয়োজন নাই—কিন্তু বারাণসী ধামে অনেকেরই প্রয়োজন থাকিতে পারে—হরিশ্চন্দ্রের পত্নী পুত্র আছে—ইচ্ছা থাকিলে তিনি কি আর এই সামান্য অর্থ সংগ্রহ করিতে পারেন না? রাজা ও রাণী এ ভয়ঙ্কর ইঙ্গিতের অর্থ বুঝিতে পারিলেন। স্নানের অছিলায় স্বামীর নিকট হইতে সরিয়া গিয়া শৈব্যা পুত্রসহ দাসের হাটের দিকে চলিলেন। এক ব্রাহ্মণের নিকট অর্দ্ধসহস্র স্বর্ণে আত্মবিক্রয় করিয়া শৈব্যা অর্দ্ধাঙ্গিনীর কর্ত্তব্য সমাপন করিলেন। কৃপণ ব্রাহ্মণ রোহিতাশ্বকে গ্রহণ করিতে চায় না—তাহাকে খাওয়াইবে কে? শৈব্যা যখন বলিলেন তিনি আপন অন্নের ভাগ হইতে খাওয়াইবেন, তখন ব্রাহ্মণ অগত্যা সম্মত হইলেন। সেইদিন অস্তগামী দিনমণির স্বর্ণরশ্মিচ্ছটা আকাশে মিলাইতে না মিলাইতে হরিশ্চন্দ্র এক চণ্ডালের নিকট আত্মবিক্রয় করিয়া দক্ষিণা পরিশোধ করিলেন।

স্তম্ভিত বিশ্বামিত্র। দেবতারাও বুঝি হতবাক্। কিন্তু আরও পরীক্ষা ছিল। পতি পত্নীর বিচ্ছেদ হইল। দিন যায়। শৈব্যার প্রভুর এক গণ্ডমূর্খ ভাগিনেয় ছিল। সে অযথা রোহিতাশ্বকে উৎপীড়ন করিত। উৎপীড়িত পুত্রকে বক্ষে ধারণ করিয়া মাতা দেবতাকে স্মরণ করিতেন। দেবতাও মুখ তুলিয়া চাহিলেন—কিন্তু ভীষণ ভাবে। পুষ্পচয়ন কালে

লতাবিতানে রোহিতাশ্বকে কালসর্প দংশন করিল। মৃত বালক ধরিত্রীর শীতল কোলে স্থান পাইল। সমস্ত দিন গেল, ক্রীতদাসীর পুত্রের কে সৎকার করে? প্রভুর কঠোর অনুজ্ঞায় হতভাগিনী শৈব্যা রজনীর অন্ধকারে একাকিনী একমাত্র মৃতপুত্র ক্রোড়ে পথ খুঁজিয়া খুঁজিয়া শ্মশানাভিমুখে চলিলেন।

সেদিন বড়ই দুর্য্যোগ। সেই প্রলয়ের বিভীষিকায় বারাণসীর মহাশ্মশান ভয়াবহ। সেই ভয়াবহ রজনীতে চণ্ডালবেশী হরিশ্চন্দ্র মহাপ্রেতের ন্যায় আপন কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেছিলেন। সহসা তাঁহার কর্ণে হৃদয়ভেদী বামাকণ্ঠের আর্ত্তনাদ পৌঁছিল। তাঁহার হৃদয় কাতর ক্রন্দনে টলিত না। কিন্তু আজ এই বামাকণ্ঠের আর্ত্তনাদে তাঁহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। তিনি সাশ্চর্য্যে অগ্রসর হইয়া দেখিলেন এক নিতান্ত অনাথা রমণী—পরিচয়ে শুনিলেন ক্ষত্রিয়াণী। পণের কড়ি রাখিয়া যাইতে বলিলেন—তিনি সৎকার সমাধা করিবেন এবং রমণী সধবা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া রমণীর পতি কোথায় জিজ্ঞাসা করিলেন। ক্রুদ্ধা ফণিনীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিলেন সতী—পতিনিন্দা শ্রবণে। হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল—এ কি? হরিশ্চন্দ্র দেখিলেন এ যে নিতান্ত পরিচিত মুখ—

দুইজনে বজ্রাহত—পাগল—দুইজনেই আত্মহত্যা করিবেন কিন্তু তাহাও অসম্ভব। প্রাণ যে তাঁহাদের নয়। প্রফুল্লানন বিশ্বামিত্র যোগবলে উপস্থিত হইয়া বলিলেন যে তাহাদের পরীক্ষা সমাপ্ত। রোহিতাশ্বকে

যৌবরাজ্যে অভিষক্ত করিয়া হরিশ্চন্দ্র ও শৈব্যা সশরীরে স্বর্গে গমন করিবেন, এই আশীর্ব্বাদ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

প্রাচীন ভারতের এ এক গৌরবময় কাহিনী—যুগযুগান্ত ধরিয়া লোক-মুখে প্রচারিত হইয়াছে—আজ চিত্ররূপে আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত।

সঙ্গীতাংশ

কামন্দকঃ—

মন্ ম্যয়ল মিটে, তন তেজ বাঢ়ে, দে রঙ্গ ভাংকা লোটা।
শও রোগ টলে, শও শোক জ্বলে, করে ভঙ্গ অঙ্গকা মোটা॥
তন মাফ্ মন মাফ্ হো মাফ্ আদমি খোটা॥
লে কন্দ দুধমে খোলা, তো ভাং বনা আনমোলা,
কর পার ভাং কা গোলা, হর বার বোল বম্ ভোলা,
উঠ্ ভোর চঢ়ালে ভাং জমালে রঙ্গ্ বজাকে জঙ্গী কুস্তী মোটা॥

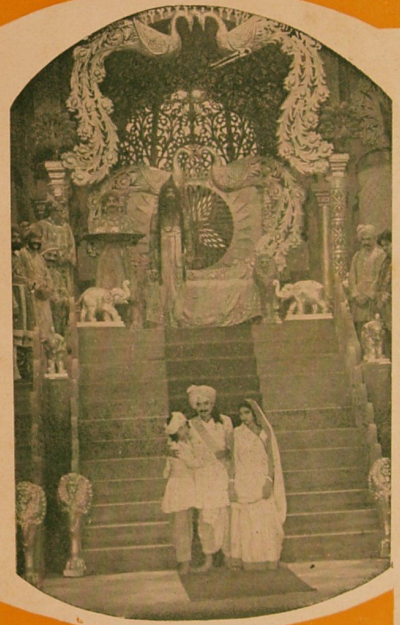

নেপথ্যে সঙ্গীত ঃ—

ক্ষিতি তল তাপং বাসর যাপং
সুবিহিত সরসিজ হাসং।
গচ্ছতি মিহিরোখিলরস চোরো
জলনিধি তল কৃতবাসং॥
বটহিন্তালে তাল তমালে
সুললিত খগকুল গানম্।
সুমধুর তানং লয় সন্তানং
কলরতি বিভুহিমানম্॥

নেপথ্যে সঙ্গীত :—

রাব কুল রাজা শতরবি তেজা
পরম সুখে প্রজা রঞ্জনকারী।
সাম দান গুণে বাঁধি শত্রুগণে
দেব তোষে কত যাগ করি॥
কৌশিক রোষে পড়ি পরিশেষে
সকাল হারালি দ্বিজে দান করি।
গুণধর পুত্রে আর কলত্রে
সাথে ল'য়ে হ'ল হায় কাননচারী॥

কামন্দক :—

প্রভু হে! ভবের নদী কর পার।
ওই প্রবাহিত নিরমল, বৈতরণী নাম যার॥
দুর্লভ মানব জনম পেয়ে, শূন্য পানে আছিচেয়ে,
মিছে কাজে মর্‌ছি ঘুরে কেন মনে এ বিকার॥
সদ্ গুরুর লহ শরণ খুলবে রে তোর জ্ঞানের নয়ন,
মায়ার ডুরি যাবে রে কেটে, পাবি কৃপা তাঁর অপার

রোহিতাশ্ব :—

মধু পবনে ফুল কাননে
দোলে নাচনে ফুলদল।
নাচে অন্তর কিবা সুন্দর,
শোভা নির্ম্মল ঢল ঢল॥
সজাগ সবুজ ফুল বিতানে,
ফুল মেতেছে মধুর গানে
মাতলো হিয়া সেই মাতনে,
ফুল চয়নে পরিমল॥

রোহিতাশ্ব :—

আসে সঞ্চিত বারি নয়নে।
সঁপিতে জীবন মরণে॥
দহি অহি-বিষে মরণের তীরে
চলিতে পারি না শুধু
আঁখি ঝরে,
বোলো ফুল দল, বোলো জননীরে
ঘুমায়েছি কাল শয়নে॥

চণ্ডাল চণ্ডালিনী :—

পেট্ ভর্ হাঁড়িয়া, যো পিলে এ্যায় ইয়ার তু।
পিকে হো যা মাতোয়ালা এ্যায় ইয়ার তু॥
দুখ্‌তা হো ইয়া শর হো ভারী
পিলে খাট্টি মিঠ্‌ঠি হাঁড়ি
জল্‌দি ভাগে নাড়ি নাড়ি
গরমি ভাগে সারি সারি।
পেট ভর হাঁড়িয়া যো পিলে এ্যায় ইয়ার তু।
পিকে হো যা মাতোয়ালা এ্যায় ইয়ার তু॥